আর একটি তারা

অন্নদাশংকর রায়

পাঁজিতে এক সুদিন দেখে
মহাশূন্যে চলেছে কে কে
    রকেট চেপে দিচ্ছে কবে পাড়ি!
আমাকে ভাই, সঙ্গে নিয়ো
ইচ্ছে করে যাই আমিও
    বানাই গিয়ে আসমানে এক বাড়ী।

এখানে আর যায় না থাকা
কোথাও নেই জায়গা ফাঁকা
    গা মেলবার পা ফেলবার ঠাঁই।

রাস্তা ছিল তাও খোঁড়া
তলিয়ে যাবে গাড়ী ঘোড়া
মাঠ ছিল, তা দালানে বোঝাই।

মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
বাইরে করে হাঁটাহাঁটি
মাটি বিনাই মহাকাশচারী।
তাই যদি হয় চল না, ভাই,
ফুটবলটাও নিয়ে যাই
বিনা মাঠেই ছুটব পিছে তারই।

মহাশূন্যে খোলামেলা
মহানন্দে করব খেলা
পদে পদে বাধা দেবে কারা?
এখান থেকে হবে মনে
রাতের বেলা দূর গগণে
বাড়ী যেন আর একটি তারা।

জেনে রাখো

পাঁজি	–	পঞ্জিকা
সুদিন	–	সুন্দর দিন, ভাল দিন
মহাশূন্য	–	অনন্ত আকাশ
আসমান	–	আকাশ
দালান	–	বড় বাড়ি
ঘাঁটি	–	আস্তানা

মহাকাশচারী	–	মহাকাশে যে বিচরণ করে অর্থাৎ ঘুরে বেড়ায় যে
মহানন্দে	–	মহা আনন্দে, খুব আনন্দে
গগন	–	আকাশ

কাব্য পরিচয়

রকেটে চেপে মহাকাশচারীর মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার ঘটনাটি ছোট কিশোরের মনে এক ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে। পৃথিবীর এই মাটিতে তার চারপাশের পথ-ঘাট মাঠ সবই ধীরে ধীরে চলে গেছে গর্ত, খোঁড়াখুড়ি আর বিশাল বিশাল বাড়ির দখলে। তার খেলার মাঠটুকুও হারিয়ে গেছে। তাই বিনা মাটিতে মহাকাশচারীর মহাশূন্যে বিচরণের কথা শুনে তারও ইচ্ছে ওখানেই একটি বাড়ি বানিয়ে মাটি বিহীন বিশাল মাঠের মত মহাশূন্যে মনের আনন্দে বল খেলতে। কারণ, সেখানে তাদের খেলায় বাধা দেবারও কেউ নেই। রাতের বেলায় পৃথিবীর মাটি থেকে তার বাড়িটি অনেক তারার মাঝে আর একটি উজ্জ্বল তারার মত ফুটে উঠবে।

পাঠবোধ

ঠিক বাক্যের পাশে ✓ চিহ্ন দাও

1. আমাকে ভাই, সঙ্গে নিয়ো
2. ইচ্ছে করো যাও তুমিও
3. বানাও গিয়ে শহরে এক বাড়ি
4. মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
5. ঘরেই করো হাঁটাহাঁটি
6. মাটি বিনাই মহাকাশচারী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

7. মহাশূন্য মানে কী?
8. মহাশূন্যে কীভাবে যাওয়া যায়?
9. আসমান শব্দটির অর্থ কী?

10. 'এখানে আর যায় না থাকা' এখানে বলতে কোথায়?

11. কিশোরটি মহাশূন্যে কী নিয়ে যাবে?

12. আকাশে 'আর একটি তারা' কী?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. মহাশূন্যে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরটির মনে কেন এলো? 'আর একটি তারা' কবিতা অবলম্বনে বুঝিয়ে লেখো।

14. 'আর একটি তারা' কবিতায় কিশোরটি মহাশূন্যে গিয়ে কী কী করতে চেয়েছে? কবিতাটি ভালো করে পড়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচে মহা শব্দটির সঙ্গে অন্য শব্দগুলি যোগ করলে যে শব্দ তৈরি হবে তা পাশে লেখো।

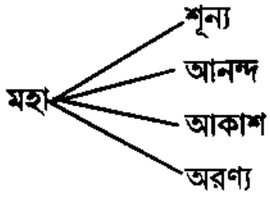

2. মানে বুঝে নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো

পাড়ি	ঘাঁটি
পারি	ঘাটি
তারা	ঘোড়া
তারা	ঘোরা
বাধা	
বাঁধা	

3. একটা বোঝালে একবচন হয় আর এটাকে অনেক করতে হলে রা, গণ, গুলি প্রভৃতি যোগ করা হয়ে থাকে। তাকে বলে বহুবচন। নিচের একবচনের শব্দগুলিকে বহুবচন করো: যেমন – গাছ–গাছগুলি

বাড়ি	গাড়ি
তারা	আমি
মাঠ	রাস্তা

4. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

পাঁজী	মহাশূণ্য
সুদীন	ফূটবল
পাড়ী	মাটী

করতে পারো

সন্ধ্যা বেলায়, রাতে তোমরা আকাশে তারা দেখেছ। শক্ত কাগজ দিয়ে তারা বানিয়ে, রঙ দিয়ে তাকে রঙিন করে তোলো।